যায়যায়দিন

তারিখ ... JUN 12 2006 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

প্রাচ্যের শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে আমেরিকা

ীত ও বিজ্ঞানে আমেরিকান ছাত্রছাত্রীরা লো করছে না। উদ্বিগ্ন আমেরিকানরা ন তাই এশিয়ার দেশগুলোর গণিত ও জ্ঞান শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করার া-ভাবনা করছে।

এশিয়ান সোসাইটির সাম্প্রতিক রিপোর্টে মেরিকান ছাত্রছাত্রীদের উদ্বেগজনক এ ু ফুটে উঠেছে। আমেরিকা-ভিত্তিক ঠানটি শিক্ষা ব্যবস্থায় আমেরিকা ও য়ার মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনার ক্ষ্য কাজ করে। কিছুদিন আগে সরকারি র্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর য়ান সোসাইটির রিপোর্টের গুরুত্ব রো বেড়ে গেছে। সরকারি রিপোর্টে বলা , আমেরিকার মাধ্যমিক ও হাই স্কুলের ছাত্রীরা গত পাঁচ বছরে বিজ্ঞান বিষয়ে ানো উন্নতি করেনি।

শিয়ান সোসাইটি'র গবেষণায় দেখা ছে, গড়পড়তা আমেরিকান ছাত্রছাত্রীরা াত বিষয়ে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় লের দেশগুলোর ছেলেমেয়েদের চেয়ে নক পিছিয়ে আছে। আমেরিকার ক্রানিক গবেষণা বিশ্ব জুড়ে সমাদৃত ও তাদের ছেলেমেয়েদের এ অবস্থা ই উদ্বেগজনক। চায়নার ছাত্রদের গণিত বিজ্ঞানে ভালো করার কারণগুলো সাইটির রিপোর্টে তুলে ধরা হয়। এতে ারিশ করা হয়, যেখানেই সবচেয়ে লো গণিত ও বিজ্ঞান চর্চা হয়, আমেরিকা া তা মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে।

য়ান শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্যের কারণ ক্তিশালী মৌলিক পাঠসূচি, শিক্ষকদের ংকার প্রস্তুতি ও পরীক্ষা। এগুলো লেমেয়েদের অনুপ্রাণিত করে। নকার স্কুলগুলো শিক্ষার প্রতি খুবই াযোগী। আমেরিকা যেমন জাতীয় াপত্তা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাদের বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়।

'এশিয়ান সোসাইটি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিভিয়েন স্টুয়ার্ট বলেন, তরুণ আমেরিকানদের নেতৃত্ব ও প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তোলার জন্য বিশ্বমুখী বিশ্বমানের শিক্ষা দরকার। তিনি মনে করেন, আমেরিকা অন্য দেশগুলোর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। একই সঙ্গে বিশ্ব জুড়ে শিক্ষার মানোন্নয়নেও আমেরিকাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

> গড়পড়তা আমেরিকান ছাত্রছাত্রীরা গণিত বিষয়ে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে।

রিপোর্টে চায়নার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর প্রধানত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশটি গণিত ও বিজ্ঞানে জাতীয় মানদণ্ড মেনে চলে। এ জন্য তাদের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলো প্রাঞ্জল। সঙ্গে রয়েছে শিক্ষকদের ভালো প্রস্তুতি ও পেশাদারি উন্নয়ন। কিন্তু আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগতমানের ব্যাপক ভিন্নতা রয়েছে। আমেরিকার তুলনায় চায়নিজ শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক বেশি ডিগ্রি আছে। সেখানে থার্ড গ্রেডের আট বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞান শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু আমেরিকার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বিশেষ কোনো বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নন। ক্লাসে তাদের সব বিষয়ই পড়াতে হয়। রিপোর্টে বলা হয়, চায়নায় হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য জীববিজ্ঞান রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, বীজ গণিত জ্যামিতি বাধ্যতামূলক। আমেরিকা ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিষয় বেছে নেয়া সুযোগ আছে। ইচ্ছে করলে তারা উচ্চত কোর্সগুলো বাদ দিতে পারে। চায়না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তী প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় গণিত বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রাধান্য আছে।

আমেরিকা ও চায়নার শিক্ষা ব্যবস্থায় আরে পার্থক্য আছে। মাধ্যমিক স্তরে চায়না শিক্ষাবর্ষ আমেরিকার চেয়ে পুরো এক মা বেশি। সামগ্রিকভাবে চায়না ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার পেছনে তাদে আমেরিকান বন্ধুদের চেয়ে দ্বিগুণ সময় ব্য করে।

এক জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে 'এশিয়া সোসাইটি' জানায়, গণিতে আমেরিকা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা জাপান, হংক তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, সাউথ কোরিয়া অস্ট্রেলিয়ার ছেলেমেয়েদের চে সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে আছে। আরে জরিপে দেখা যায়, আমেরিকান ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান শিক্ষায় খুব ভালো কৃতিত্ব দেখা পারলেও তাদের মধ্যে খুব কম বিষয়টিতে ভালো ফলাফল করে পেরেছে। গণিত ও বিজ্ঞা ছেলেমেয়েদের আগ্রহের সঙ্গে বিষ দুটিতে ভালো করার তেমন কোনো সম্প নেই।

'এশিয়ান সোসাইটি'র নির্বাহী পরিচাল মাইকেল লেভিন বলেন, চায়না ও এশিয়া অন্য দেশগুলোর তুলনায় আমেরিকা ছাত্রছাত্রীদের এই মধ্যমমানের ফলাফলে পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান নেতৃত্বকে এখ নতুন কোনো পথ খুঁজে বের করতে হবে

দ্য গার্ডিয়ান অবলম্বনে শামীম মুসফি